#### Handout Number : 2598

#### Bangladesh-UK Joint Statement on Climate Action

#### Dhaka,  June 2 :

####  Bangladesh-UK Joint Statement on Climate Action following the meeting between Foreign Minister Dr A.K. Abdul Momen and COP26 President-Designate Alok Sharma is as follows:

1. Foreign Minister of Bangladesh Dr A.K. Abdul Momen and COP26 President-Designate Alok Sharma met on 02 June 2021 in Dhaka during the visit of COP26 President-designate to Bangladesh on 02-04 June 2021. They jointly reaffirmed their commitment to enhancing cooperation between Bangladesh and the United Kingdom in tackling climate change’s causes and adverse effects. They agreed to demonstrate sustained leadership to tackle the climate emergency bilaterally and globally.

2. The two countries agreed to exchange expertise, share technology, facilitate partnerships, and identify practical solutions to common climate challenges. They expressed their resolve to work together to contribute to ensuring all countries meet their commitments under the Paris Agreement, and improve the resilience of those most vulnerable to climate change.

3.  The two countries reaffirmed their strong and steadfast commitment to strengthening implementation of UNFCCC and the Paris Agreement. They recognized the urgent need to make ambitious and accelerated efforts to limit average temperature rises to 1.5 degrees above pre-industrial levels, strengthen adaptation to the impacts of climate change, and scale up finance and support towards these ends. They called for increased climate action in the lead up to the COP26 Summit, which will be held in Glasgow in November keeping in consideration the development needs of individual countries. They highlighted their commitment to achieving an ambitious outcome at COP26, including through finalising the outstanding mandates of the Paris Rulebook.

4. The COP26 President-Designate underlined the importance of countries committing to achieving Net Zero emissions by the middle of the century, and for Nationally Determined Contributions (NDC) to be aligned with this. The COP26 President-Designate welcomed the prospect of Bangladesh transitioning away from coal to clean and renewable energy, which will create economic growth and sustainable jobs.

5. The Foreign Minister of Bangladesh underscored the necessity of securing commitments from global leaders, especially the G20, to curb global emissions substantially, arrest global temperature at 1.5 degrees, secure maximal climate finance especially for adaptation and concrete actions on low-carbon technology transfer. Bangladesh is committed to submitting an ambitious updated NDC in coming weeks, with a Net Zero target in the near future.

6. As founding members of the Adaptation Action Coalition, Bangladesh and the UK renewed their commitment to work together with other Coalition members to accelerate adaptation on the ground with a particular emphasis on promoting locally led climate action. The two countries will do more to avert, minimise, and address Loss and Damage. Agreeing the structure and form of the Santiago Network will be vital. Bangladesh and the UK will work together to get the network operating, following the UK-led Climate and Development Ministerial and drawing on the expertise in the UK, Bangladesh and internationally.

7. The UK COP26 Presidency and Bangladesh recognise the importance of developed countries delivering their collective climate finance goal to jointly mobilise US$100 billion annually by 2020 through to 2025 from a wide variety of sources, public and private, bilateral and multilateral and in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation, to address the needs of developing countries.

8. COP26 President-Designate welcomed Bangladesh’s proactive leadership as the President of the Climate Vulnerable Forum and voicing the existential threats and extreme climate risks faced by 48 of the most climate vulnerable countries. He welcomed Bangladesh’s Mujib Climate Prosperity Plan and Decade 2030 for capturing growth and prosperity through maximal resilience.

9. Foreign Minister of Bangladesh commended the UK’s dynamic leadership of COP26 and their special focus on mitigation, adaptation and resilience, climate financing and international cooperation. He also praised the UK for being the first major economy to declare Net Zero emissions by 2050.

10.  The two countries agreed to work together to put nature at the heart of their climate action, building on the 2020 Leaders’ Pledge for Nature[[1]](https://mail.google.com/mail/u/0/%22%20%5Cl%20%22m_-7593775767187448967__ftn1%22%20%5Co%20%22) and realising shared commitments towards conservation of biodiversity and ecosystems, as well as those under the Global Ocean Alliance and the Commonwealth Blue Charter.

11.The two leaders hoped that a climate accord between the UK and Bangladesh would be signed before COP26, expressed optimism for a successful outcome of the COP26 and will consider a possible CVF-COP26 event at Glasgow.

#

Tohidul/Masum/Rejuan/Rafiqul/Salim/2021/22.50 Hrs.

####

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৭

**প্রতিবারই সমালোচনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে**

**আওয়ামী লীগ সরকারের বাজেট বাস্তবায়িত হয়েছে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, প্রতিবারই সব সমালোচনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আওয়ামী লীগ সরকারের দেয়া বাজেট বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সকল বাজেট বাস্তবায়নের হারই শতকরা ৯৫ এর ওপরে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীতে জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

 মন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে এবং এ সময় সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষ্য জীবন ও জীবিকার সমন্বয় করে আগামীর বাংলাদেশ গড়া।

 স্বাধীনতার ৫০ বছর পর আজকে বাংলাদেশ সব সূচকে পাকিস্তানকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে ৭০ শতাংশ বেশি ধনী ছিল আর এখন বাংলাদেশ তাদের চেয়ে ৪৫ শতাংশ বেশি ধনী। আর বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ভারতকে ছাড়িয়ে ২ হাজার ২২৭ ডলার। দুঃখের বিষয়, এই উন্নয়ন-অগ্রগতি অনেকে দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না।'

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৬

**সৌদি আরব গামী বাংলাদেশি কর্মীদের কোয়ারেন্টাইন সমস্যার সমাধানঃ হোটেল**

**বুকিং করতে পারবে তিন শতাধিক ট্রাভেল এজেণ্ট**

ঢাকা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 আজ থেকে সৌদি এয়ারলাইন্সের আর্থিক ও সফটওয়্যার চ্যানেলের মাধ্যমে সৌদি এয়ারের তালিকাভুক্ত তিনশ’ এর বেশি স্থানীয় ট্রাভেল এজেন্ট সৌদি আরবের হোটেল বুকিং করতে পারবে। এতে সৌদি আরব প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণ বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সমস্যা দূরীভূত হলো।

 তাছাড়া গত ২০ মে ২০২১ থেকে যেসব প্রবাসী হোটেল বুকিং এর কারণে ফ্লাইট মিস করেছেন তাদেরকে বিনা ফিতে পুনরায় টিকেট ইস্যু করতে সম্মত হয়েছে সৌদি এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ। টিকেটের তারিখ পরিবর্তন তথা রিইস্যু কারওয়ান বাজারস্থ সোনারগাঁও হোটেলের সৌদি এয়ারলাইন্স অফিস এর পাশাপাশি ট্রাভেল এজেন্ট থেকেও করা যাবে।

 এছাড়া এখন থেকে যারা সৌদি আরব থেকে সৌদি এয়ারলাইন্স আপ-ডাউন টিকেট ক্রয় করে দেশে আসবেন তারা টিকেট রিকনফার্ম বা তারিখ পরিবর্তনের জন্য ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য শহরে অবস্থিত তালিকাভুক্ত ট্রাভেল এজেন্ট থেকে করতে পারবেন। এতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকার কারওয়ান বাজারে সৌদি এয়ারলাইন্স অফিসে আসার প্রয়োজন কমে গেল।

 উল্লেখ্য, হোটেল বুকিং এর জন্য ট্রাভেল এজেন্টগুলো সর্বোচ্চ দুই হাজার এবং টিকিট রিইস্যুর জন্য সর্বোচ্চ পাঁচশত টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

 প্রসঙ্গত, মহামারি করোনার বিস্তার রোধকল্পে সৌদি সরকার কর্তৃক গত ১৭ মে, ২০২১ ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করে, যা ২০ মে, ২০২১ থেকে কার্যকর হয়। সে অনুযায়ী যেসব বিদেশী কর্মীরা নিজ দেশে দুই ডোজ করোনার টিকা গ্রহণ করেনি বা সৌদি আরবে থাকাকালীন এক ডোজ টিকা গ্রহণ করেনি তাদেরকে সৌদি আরবে গমন করতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট হোটেলগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন পালন করতে হবে।

 এতে দেশে ছুটিতে আসা সৌদি আরব প্রবাসীরা মারাত্মক আর্থিক সংকটের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য নানাবিধ কারণে হোটেল বুকিং করতে পারছিলেন না। বিশেষ করে, যেহেতু হোটেল বুকিং এর সময় পুরো টাকা পরিশোধ করতে হয় প্রবাসী কর্মীদের বেশিরভাগেরই ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড না থাকায় কোনোভাবেই হোটেল বুকিং করতে পারছিলেন না। প্রবাসীদের এ সমস্যা সমাধানকল্পে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রবাসীদের ২৫ হাজার টাকা করে অর্থ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও হোটেল বুকিং করতে পারছিলেন না প্রবাসীরা। এরই প্রেক্ষিতে প্রবাসীদের যাবতীয় সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করে। উক্ত টিম সৌদি এয়ারলাইন্স এবং এসোসিয়েশন অভ্‌ ট্রাভেল এজেন্সিস বাংলাদেশ (আটাব) এর সাথে দফায় দফায় বৈঠক শেষে এ সমস্যা সমাধান করেছে।

#

রাশেদুজ্জামান/মাসুম/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৫

**মাগুরায় করোনায় কর্মহীনদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণসামগ্রী বিতরণ**

খুলনা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাগুরা জেলায় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আজ করোনায় কর্মহীন চারশ’ পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি পাঁচশ’ টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 মাগুরা জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এটি জানা গেছে।

#

মঈন/মাসুম/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৪

**ঢাকা বিভাগে মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী ও ঢাকা জেলায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

 টাঙ্গাইল জেলায় নগদ ৩ কোটি ৫০ লাখ ১৮ হাজার ৬০০ টাকা, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১২ কোটি ২ হাজার ৮৫০ টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয়ে ৭ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলায় নগদ ৩১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ৯৫ লাখ ১৩ হাজার ৯৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং শিশুখাদ্য ক্রয়ে ৪ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়।

 নরসিংদী জেলায় নগদ ২ কোটি ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০ টাকা, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬ কোটি ১৯ লাখ ৪৬ হাজার ৫৫০ টাকা ও শিশুখাদ্য ক্রয়ে ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 ঢাকা জেলায় শিশুখাদ্য ক্রয়ে ১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয় তথ্য অফিসের মাধ্যমে এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/মাসুম/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৩

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ৯৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৬৮৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৫ হাজার ৯৮০ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৭২৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৪৬ হাজার ৩৫ জন।

#

হাবিবুর/মাসুম/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৫৯২

**আগামী দিনের উপযোগী মানবসম্পদ গড়তে প্রয়োজন উন্নত প্রশিক্ষণ -- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, আগামী দিনের উপযোগী মানবসম্পদ গড়তে প্রয়োজন উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যত ভালো হবে, দক্ষ মানবসম্পদ তত দ্রুত গড়ে উঠবে। দেশীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে বিদেশি উন্নত মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অ্যাফিলিয়েশন থাকা প্রয়োজন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) আয়োজিত ৪ সপ্তাহের ‘Leadership Development Program for Power Sector Organization**’** শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, নিজেদের জায়গা নিজেদেরকেই উন্নত করতে হবে। এজন্য বিপিএমআইকে আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এখান থেকে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন তাদের গ্রাহকবান্ধব হতে হবে। গ্রাহক সন্তুষ্টিই বিতরণ কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উপ-পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিজিএম পর্যায়ে ৫০ জন কর্মকর্তা নিয়ে এই প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

 বিপিএমআই-এর রেক্টর মাহাবুব-উল-আলমের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)-এর চেয়ারম্যান মে. জে. মঈন উদ্দিন (অব.) বক্তব্য প্রদান করেন।

#

আসলাম/মাসুম/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৫৯১

**নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্ত লাইন আন্ডার গ্রাউন্ড করতে হবে। ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগসমূহ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

 প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) এর সাথে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স (এনডিই)-এর ডেসকোর প্রধান কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ইজ অভ্‌ ডুয়িং বিজনেসে এগিয়ে যেতে হলে দ্রুততার সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। মানব সম্পদ সূচকে ভালো করতে হলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রয়োজন। বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও অন্যান্য স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণেও আরো নজর দিতে হবে। পূর্বাচল, উত্তরা, গুলশান ও বনানীতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ভূগর্ভস্থ করার উদ্যোগ দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।

 ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ইঞ্জিনিয়ার শেখ ফয়েজুল আমিন ও ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ কাউসার আমির আলী বক্তব্য প্রদান করেন।

#

আসলাম/মাসুম/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯০

**তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের দায়িত্ব নিলেন মোঃ মকবুল হোসেন**

ঢাকা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মোঃ মকবুল হোসেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে মন্ত্রণালয়ের পূর্বতন সচিব খাজা মিয়ার কাছ থেকে দায়িত্ব নেন তিনি। এর আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৩০ মে তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মকবুল হোসেন ৩১ মে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন।

 নতুন সচিব হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের জন্য মোঃ মকবুল হোসেন আজ মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হলে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

 বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের কর্মকর্তা মোঃ মকবুল হোসেন ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। সহকারী কমিশনার, ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে মাঠ প্রশাসনে দায়িত্ব পালনের পর পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধিন যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

 বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কৃষি অর্থনীতিতে অনার্স এবং ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী মোঃ মকবুল হোসেন দেশে-বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি দাপ্তরিক প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জার্মানি, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, মিশর, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ সফর করেছেন।

 বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত মোঃ মকবুল হোসেনের পৈত্রিক নিবাস কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার বল্লভপুর গ্রামে। ভলিবল ও টেনিস তাঁর প্রিয় খেলা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৯

**এবছরের বাজেট করোনা মহামারি মোকাবেলা করে দেশের উন্নয়নকে আরো গতিশীল করবে**

 **-মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ জৈষ্ঠ্য (৩ জুন) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, এবছরের  বাজেট করোনা মহামারি মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নকে আরো গতিশীল করবে। এই বাজেটের বাস্তবায়নের ফলে সরকারের সঠিক ও সময়োপযোগী অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় মহামারি কাটিয়ে মানুষের জীবন যাত্রা সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে ‘উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবনাক্ততা মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ’ প্রকল্পের আওতায় মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপির যৌথ আয়োজনে ‘জেন্ডার ক্লাইমেট নেক্সাস: টুওয়ার্ডস ইক্যুইটেবল এন্ড ইনক্লুসিভ ট্রান্সফরমেশন’ বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। যার ফলে দেশে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গণ, ঘুর্ণিঝড় ও খরার মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় এলাকার নারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তবে নারীদের  প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার দক্ষতা  ও  অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

 ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর একটি বাংলাদেশ। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের কোন দায় বাংলাদেশের নেই। সরকার উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের জীবিকা ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। অভিযোজন সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন হবে। বছর জুড়ে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবারহ নিশ্চিত করা যাবে।

 মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাম চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম ও ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জী। তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে জেন্ডার ক্লাইমেট, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, জেন্ডার রেস্পন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে ১২টি সেশন অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইআরডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও ইউএনডিপির কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

 উল্লেখ্য, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবনাক্ততা মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ৫টি জেলায় ৩৯টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ১৯ হাজার ২২৯ জন।

#

আলমগীর/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাসুম/২০২১/১৩২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৭

**যশোর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের মৃত্যুতে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ জৈষ্ঠ্য (৩ জুন) :

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচাৰ্য্য যশোর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের  সাবেক সভাপতি এবং সদর উপজেলা পরিষদের বতর্মান চেয়ারম্যান  নুরজাহান ইসলাম নীরার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন  এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 শোকবার্তায় তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী তৃণমূল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু যশোরের রাজনীতি অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

#

আহসান/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাসুম/২০২১/১৩২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৮

**উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মৃত্যুতে  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ জৈষ্ঠ্য (৩ জুন) :

 বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (লাইভস্টক) ক্যাডারের ৩০তম ব্যাচের উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মেহেদী হাসান সুমনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান ।

 মন্ত্রী বলেন, ডা. মেহেদী হাসান সুমন ছিলেন একজন তরুণ মেধাবী কর্মকর্তা। কর্মক্ষেত্রে তিনি দক্ষতা ও সুনামের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে এ ক্ষণজন্মা কর্মকর্তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

 অপর এক বিবৃতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ শোক প্রকাশ করে বলেন, ডা. মেহেদী হাসান সুমনের মতো বিনয়ী ও জনবান্ধব কর্মকর্তার মৃত্যু দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের বিরাট ক্ষতি।

 ডা. মেহেদী হাসান সুমন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাতে মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। তিনি উপজেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ-এ কর্মরত ছিলেন।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাসুম/২০২১/১৩২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৬

**করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত**

 **-যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ জৈষ্ঠ্য (৩ জুন) :

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, বর্তমান সরকারের সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারনে দেশের  করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।  পাশ্ববর্তী দেশ ভারতসহ সারা বিশ্ব যখন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে,  তখন জীবন ও জীবিকার অপূর্ব সমন্বয়ের  মাধ্যমে  করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শুধু করোনা নিয়ন্ত্রণেই সফল নেন, তিনি দেশের সকল উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছেন। পদ্মা সেতু,  মেট্রোরেল, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগাপ্রজেক্টসহ সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন  যেমন অব্যাহত রয়েছে তেমনিভাবে ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নে তিনি আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেনের সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া সচিবকে সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এটা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ভালো কাজের স্বীকৃতি।  প্রতিমন্ত্রী এসময়ে মন্ত্রণালয়ের  সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে আন্তরিকভাবে সততা ও  নিষ্ঠার সাথে সরকারের চলমান কর্মসূচি বেগবান করার মধ্যে দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে অবদান রাখার  উদাত্ত আহবান জানান।

 অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্দ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাসুম/২০২১/১৩২৮ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৫

**জাতীয় চা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ জৈষ্ঠ্য (৩ জুন) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ জুন ‘জাতীয় চা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “জাতীয় চা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৪ জুন প্রথম বাঙালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে যোগদান করে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। তিনি চা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে দেশের চা শিল্পে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ১৯৫৭ সালে শ্রীমঙ্গলে চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ঢাকার মতিঝিলে চা বোর্ডের কার্যালয় স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে চা শিল্পে তাঁর অবদান এবং চা বোর্ডে যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে ৪ জুনকে জাতীয় চা দিবস ঘোষণা করা হয়েছে।

 বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে চায়ের উৎপাদন গত দশ বছরে প্রায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে বাংলাদেশে সর্বাধিক ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়। চা রপ্তানির পুরাতন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে সরকার এর উৎপাদনের পাশাপাশি বিপণনের ওপরও গুরুত্বারোপ করেছে। ফলে, ২০২০ সালে ১৯টি দেশে চা রপ্তানি করে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। আমরা চা আইন ২০১৬ প্রণয়ন করেছি।

 চা গাছের নতুন নতুন ক্লোন উদ্ভাবন, উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক ও কার্যকরী চা চাষ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, গবেষণাগার আধুনিকায়ন ও চা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উৎসাহ প্রদান, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদানুযায়ী গুণগত মানসম্পন্ন ও বৈচিত্র্যময় চা তৈরি, চায়ের বহুমুখী ব্যবহার, আকর্ষণীয় ও আন্তর্জাতিক মানের মোড়কে বাজারজাতকরণ এবং সর্বোপরি নতুন নতুন বাজার অন্বেষণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এজন্য আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা প্রদান করবে। আমাদের সরকার চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন করেছে। আমরা চা শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ভাতা ও সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছি। চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বাগানগুলোতে পর্যাপ্ত স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

 আমি প্রত্যাশা করি, চা শিল্পের প্রসার তথা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নে চা শ্রমিক, চা গবেষক, চা উৎপাদনকারী, চা ব্যবসায়ীসহ সকলে একসাথে আন্তরিকভাবে কাজ করবে।

 আমি ‘জাতীয় চা দিবস’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১০০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৫৮৪

**জাতীয় চা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২০ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৪ জুন ‘জাতীয় চা দিবস’ ২০২১ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় চা দিবস-২০২১’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি চা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 সুদীর্ঘ ১৮০ বছর ধরে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে চা শিল্প গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। দেশের সাধারণ মানুষের সামাজিকতা, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের সাথে চা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান। তিনি ৪ জুন ১৯৫৭ থেকে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ পর্যন্ত চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে চা শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত চা শিল্পের পুনর্বাসনে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। এ প্রেক্ষাপটে ৪ জুন ‘জাতীয় চা দিবস’ পালনের উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

 এক সময় চা ছিল আমাদের অন্যতম রপ্তানি পণ্য। পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির ফলে চা রপ্তানি কমে গেলেও সরকার চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। চা বাগানের শ্রমিক ও পোষ্যদের মৌলিক চাহিদা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ১৫ হাজার স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসস্থান নির্মাণ, ঘরে ঘরে সুপেয় পানি, শিক্ষা, গর্ভবতী মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে সম্প্রতি চা রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করা, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, চা বাগানে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পিছিয়ে পড়া চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ চা বোর্ডসহ চা শিল্পসংশ্লিষ্ট সকলে নিরলস প্রচেষ্টা চালাবে - এ প্রত্যাশা করছি।

 আমি ‘জাতীয় চা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/কুতুব/১০০০ঘণ্টা